“আমাদের চর, আমাদের জনগোষ্ঠি হবে জলবায়ু সহনশীল”

প্রকল্প	ঃ	কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP)
উপ-প্রকল্প	ঃ	দুর্যোগ কবিলত চরবাসীদের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজিত হওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি (CACP)
বাস্তবায়নে	ঃ	গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)
সহযোগিতায়	ঃ	পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
আর্থিক সহযোগিতায়	ঃ	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (BCCRF)

GUK

BCCRF
Bangladesh Climate Change Resilience Fund

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

সিসিসিপি প্রকল্পের প্রেক্ষাপটঃ

জলবায়ু পরিবর্তন একুশ শতকের অন্যতম বৈশ্বিক ঝুঁকি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রকৃতি ও বিস্তৃতি সঠিকভাবে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি), ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। পরবর্তীতে, ২০১০ সালে সরকার বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের আর্থিক সহায়তায় বহু-দাতা (যুক্তরাজ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড এবং ডেনমার্ক) সমন্বয়ে একটি তহবিল গঠন করে যা বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) নামে পরিচিত। বর্তমান সময় পর্যন্ত উক্ত তহবিলে ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ডিসেম্বর ২০১১-তে যা ছিল ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) সংগৃহীত হয়েছে। বিসিসিআরএফ-এর ৯০ শতাংশ অর্থ সরকারি প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১০ শতাংশ অর্থ এনজিওসমূহের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিসিসিআরএফ-এর গভর্নিং কাউন্সিল এনজিওদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত উক্ত ১০ শতাংশ অর্থ পরিচালনার দায়িত্ব পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর উপর ন্যস্ত করেছে। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটি কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি) নামে পরিচিত। বিসিসিআরএফ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সম্মতিক্রমে বিশ্বব্যাংক সীমিত সময়ের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব (fiduciary) পালন করছে। সিসিসিপি সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের নিজস্ব বাস্তবায়ন সহায়িকা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো, সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, ক্রয় নীতিমালা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সহায়িকা, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও সক্ষমতা উন্নয়ন কৌশলপত্র, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন হ্যান্ডবুক ব্যবস্থাপনা কৌশল, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল প্রভৃতি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা (Project Implementing Partner- PIP) এ সকল নীতিমালা মেনে চলছে। সিসিসিপি প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও পিআইপি পর্যায়ে বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষনের জন্য পিকেএসএফ তার নিজস্ব ভবনে একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে।

উপ-প্রকল্পের পটভূমিঃ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠির দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন ও জীবিকায়ন নিশ্চিত করার জন্য সিসিসিপির অংশ হিসাবে, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর ও রৌমারী উপজেলার বন্যা কবলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কাজ করে আসছে। বন্যা, নদী ভাঙ্গন, অতিবৃষ্টি ও বাতাস, তীব্র ঠান্ডা এবং শৈত্য প্রবাহসহ উজানের পাহাড়ি ঢলের মত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বন্যা সংঘটিত হয়ে ফসলের মাঠ প্লাবিত হওয়ার কারণে প্রকল্প এলাকার প্রধান জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ হলো বন্যা মোকাবেলা করা কারণ বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের ফলে বারবার স্থানান্তরিত হওয়ায় চরের অস্থায়ী জমিতে বসবাসকারীদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। দুই উপজেলার অধিকাংশ এলাকায়ই বারবার বন্যা সংঘটিত হওয়ার মাত্রাও তীব্র বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন ও দৈনিক আয় নির্ভর করে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যাদের অধিকাংশই দরিদ্র জনগোষ্ঠি এবং যারা প্রাকৃতিক দূর্গম অঞ্চল ও দুর্যোগ কবলিত এলাকায় বসবাস করে। বিসিসিআরএফ-এর অর্থায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় 'দুর্যোগ কবলিত চরবাসীদের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজিত হওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিএসিপি)' প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্ন অসহায়, প্রান্তিক, দরিদ্র, অতিদরিদ্র বিশাল এই জনগোষ্ঠির দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন ও জীবিকায়ন নিশ্চিত করতে বিসিসিএসএপি-২০০৯ এর উপর ভিত্তি করে প্রকল্পটির নক্শা করা হয়। উপকারভোগীর দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়নের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড সৃষ্টি করা হয়।

প্রকল্পের মেয়াদঃ

১ আগস্ট, ২০১৩ থেকে ৩১ জুলাই, ২০১৬ (০৩ বছর)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠির দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন ও জীবিকায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র্যতা হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিরূপ প্রভাবের সাথে অভিযোজিত হওয়ার জাতীয় কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখা।

প্রকল্পের সীমানাগত এলাকাঃ

কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলার কোদালকাটি ও মোহনগঞ্জ ইউনিয়ন এবং রৌমারী উপজেলার যাদুরচর ও বন্দবের ইউনিয়নসমূহ।

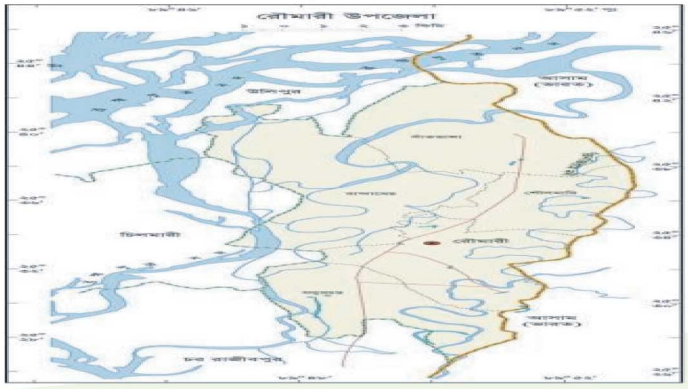

প্রকল্পের বরাদ্দঃ

উপ-প্রকল্পের মোট বাজেট-২,২৬,৯৮,১৭৮ টাকা এর মধ্যে উপকারভোগীর অংশ-১৪,১৬,৫০০ টাকা, সিসিসিপি'র অংশ-২,০৮,২৫,০০০ টাকা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা(GUK)'র অংশ-৪,৫৬,৬৭৮ টাকা।

প্রকল্পের প্রত্যক্ষ উপকারভোগী/অংশগ্রহণকারীঃ

'দুর্যোগ কবলিত চরবাসীদের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজিত হওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিএসিপি)' প্রকল্পটি কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর ও রৌমারী উপজেলায় কাজ করছে। কর্ম এলাকায় মোট ০৮টি ইউনিয়নে ৫৭,৫০০টি খানা ও ২,৩০,০০০ জন মানুষ আছে। এ সকল লোকজনের বিপদাপন্নতা এবং অসহায়ত্বের সত্যতার ব্যাপক যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই এলাকার অধিকাংশ জনগণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিরূপ প্রভাব যেমন– অতিবন্যা, ভয়াবহ নদী ভাঙ্গন, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, তীব্রঠান্ডা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার। বিগত বছরের বন্যায় মানুষ জীবন ও জীবিকায়ন নিয়ে অশেষ কষ্ট ভোগ করেছে। বিশাল এই জনগোষ্ঠি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকির মধ্যে আছে এবং তাদের বিশুদ্ধ খাবার পানি, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন সুযোগ-সুবিধার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, অধিকাংশই দূর্গম অঞ্চলে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের চরম শিকার হয়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয় যেমন- নারী প্রধান পরিবার, সম্পূর্ণভাবে অনিয়মিত আয়, অন্যের উপর নির্ভরশীল, দরিদ্র, অতিদরিদ্র, ক্ষুদ্র কৃষক, দিনমজুর, গৃহপরিচারিকা, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, সুবিধাবঞ্চিত, ভূমিহীন, বাঁধের ধারে আশ্রিত, অপুষ্টিতে ভোগে, চিররোগা, দীর্ঘদিন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এমন পরিবার। এভাবে সরাসরি মোট উপকারভোগী ৮৬০ জন (পরিবারের সদস্য ৩৪৪০ জন) এবং পরোক্ষভাবে সদস্য সংখ্যা ২৫৮০ জন।

কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ ঃ

১. বেইজলাইন জরিপ এবং পরিবার উন্নয়ন প্লান/প্রোফাইল।
২. প্রকল্প অবহিতকরণ সভা।
৩. কর্মী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
৪. স্থানীয় সেবাদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. ০৬টি সিমেন্ট পিলারসহ বসতভিটা উঁচুকরণ।
৬. বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত/কমিউনিটি স্থান উঁচুকরণ।
৭. মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ।
৮. গোড়া পাকাকরণসহ নলকূপ স্থাপন।
৯. নলকূপের গোড়া পাকাকরণ।
১০. বন্ধু-চুলা/উন্নত চুলা বিতরণ।
১১. গবাদি পশুর স্বাস্থ্যক্যাম্প।

উপকারভোগী নির্বাচন/প্রোফাইলিং এবং দল গঠনঃ

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় লোকজনকে নির্বাচন করার জন্য গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গ্রামবাসীদের নিয়ে বড় সভা আহবানের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করে কাজ শুরু করেছে এবং নির্বাচিত পরিবারগুলোকে নিয়ে দল গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি দল ২০-২৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সম্পর্কে বুঝানোর জন্য দলে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অভিলক্ষিত জনগোষ্ঠি জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনভিত্তিক বিষয়গুলোকে প্রধান্য দিয়ে সেগুলোকে সনাক্তকরণ করেছে। দলের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে প্রত্যেক ব্যক্তি ও দল জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পরিকল্পনা তারা নিজেরাই নির্ধারণ করবে। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সহায়তায় দলের দ্বি-পাক্ষিক ও মাসিক সভায় কমিউনিটির লোকজন সামাজিক ও জলবায়ু বিপদাপন্নতার এবং সম্পদের মানচিত্র তৈরি করেন। এই মানচিত্র অংকনের মাধ্যমে দল ও দলের সদস্যরা সমস্যা ও কার্যকরি সমাধান নির্ধারণ করেন। ফলে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তারা অভিযোজন প্রক্রিয়াকে প্রয়োগ করার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে উপকৃত হবেন ও নিজেদের সম্পদ ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন। এই প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে নির্বাচিত লোকজনকে প্রকল্প ও বাজেট প্রক্রিয়ার অধীনে দলে সংগঠিত করা হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক দলগঠনের অধিকাংশ কার্যাদি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি খানার সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রোফাইল পূরণ করা হয়েছে। এই তথ্যটি বেইজলাইন সম্পূর্ণ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা এখন দলের সদস্যর কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। পাশাপাশি ৮৬০ উপকারভোগীর খানা প্রোফাইলে তাদের নিজস্ব পাসপোর্ট আকারের ছবি সংযোজন করা হয়েছে। গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) ৮৬০ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের জন্য নির্বাচিত করেছেন। জিইউকে কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাদেরকে নির্বাচিত করেন। যেমন- বন্যা কবলিত দরিদ্র, ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, অতি-দরিদ্র, নারী

প্রধান পরিবার, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও প্রতিবন্ধী পরিবার। সামাজিক মিটিং ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ঐ সকল উপকারভোগীর চাহিদার ভিত্তিতে চাহিদা নির্ধারন করা হয়। উপকারভোগীরা দলীয় আলোচনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা যেমন-বন্যা সংঘটিত হওয়ার মাত্রা ও প্রকৃতিসহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয় যেমন-পারিবারিক নিয়াতন, যৌতুক, বাল্য বিবাহ ও বৃক্ষরোপন ইত্যাদি আলোচনা করে সচেতন হচ্ছেন।

প্রকল্প অবহিতকরণ সভাঃ

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) রাজিবপুর উপজেলা মিলনায়তন কক্ষে ৩০ মার্চ ২০১৪ তারিখে একটি প্রকল্প অবহিতকরণ সভার আয়োজন করে। মোঃ আব্দুল লতিফ খান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিবপুর সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শফিউল আলম, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, রাজিবপুর। GUK-এর প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম তুষার কো-অর্ডিনেটর (ফিল্ড অপারেশন) এবং জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল, প্রকল্প ব্যবস্থাপক সিএসিপি প্রকল্প। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, শিক্ষক, সাংবাদিক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগী প্রমুখ। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এই অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অভিযোজন, সুয়োগ-সুবিধার স্থিতিশীলতা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তার কথা প্রত্যেকের নিকট থেকে উঠে আসে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রভাবশালী ব্যক্তি, উপজেলা প্রসাশনসহ সভায় উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ সিসিসিপি'র উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের অত্যন্ত প্রসংশা করেন এবং প্রকল্পটি যথাযথাভাবে বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

কর্মী উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) উপ-প্রকল্প "সিএসিপি" ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৩ দিনব্যাপী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। মোট ০৬ জন কর্মী জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। মূলত দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের উপর যথাযথভাবে আলোচনা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে স্থায়ী উৎপাদন পদ্ধতি ও জলবায়ু কবলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রথমে সমাজ পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে দলের ও দলের সদস্যদের মাধ্যমে আলোচনা করার প্রত্যাশা করা হয়। জিউকের উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রকল্পের কর্মীদের নিকট উক্ত বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করার আহবান জানান, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন, উপশম ও দুর্যোগ মোকাবেলা সম্পর্কে। গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)'র নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস্ সালাম প্রকল্পটি সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (গাইড লাইন) অনুসরণ করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের উপদেশ দেন। জিইউকের পরিচালক আঞ্জুম নাহিদ চৌধুরী (লাকী) প্রকল্প এলাকায় মানসম্মত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার পরামর্শ দেন এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার রোকনুজ্জামান জিল্লুল্লাহ প্রকল্প সুন্দরভাবে পরিচালনা, যথাযথ জ্ঞান-দক্ষতা, অর্থনৈতিক হিসাব, কেনাকাটা-সংগ্রহ, সুপারভিশন ও মনিটরিং এর জন্য সঠিক গাইড লাইন অনুসরণ ও প্রয়োগ করতে কর্মীদের উৎসাহ দেন।

মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন, দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ ও টীকা প্রদানঃ

ব্ল্যাকবেঙ্গল জাতের ছাগল বেশি বাচ্চা প্রসবকারী, পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে অত্যন্ত সহনীয় এবং বন্যা প্রবন এলাকায় সহজেই পাওয়া যায়। দরিদ্র-অতিদরিদ্র নারী-পুরুষের জন্য একটি উৎপাদনমুখী উপার্জনের কর্মকান্ড। প্রকল্প এলাকায় এই মাচাঁঘর তৈরীর উপকরণ সহজলভ্য। যদিও মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন করা একটা লাভজনক কর্মকান্ড কিন্তু যদি উপকারভোগীদের সঠিক পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালনের জ্ঞান-দক্ষতা না থাকে তাহলে সকল প্রচেষ্টা বিফলে যেতে পারে। এ জন্য, প্রকল্প হতে ৬০৫ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৫৩৯ জন উপকারভোগীকে ০২ দিনব্যাপী মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালনের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন ডা. মোঃ সানোয়ার হোসেন উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম। অবশিষ্ট ৬৬ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের ৬০৫ জন উপকারভোগীর মধ্যে মাচাঘর বিতরণ করা হয়েছে। কোদালকাটি, মোহনগঞ্জ, যাদুরচর ও বন্দবের ইউনিয়নের উপকারভোগীরা নিজেরাই উন্নত জাতের ছাগল/ভেড়া সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। স্বাস্থ্যকর মাঁচাঘরে ছাগল/ভেড়া পালনের ফলে, পিপিআর, নিউমোনিয়া ও শ্বাস-প্রদাহের মত রোগে আক্রান্ত হওয়ার মাত্রা হ্রাস পেয়েছে।

বসতভিটা উঁচুকরণঃ

০৬টি সিমেন্ট পিলারসহ ৬০০ জন উপকারভোগীর বসতভিটা উঁচুকরণ করা হয়েছে। ভূমির উপরিভাগের মাটি পরিহার করে সবগুলো বসতভিটা উঁচুকরণ করা হয়েছে। উপকারভোগীরা উঁচুকৃত বসতভিটায় বৃক্ষরোপণ করেছে। বসতভিটা উঁচু করার জন্য পতিত জমি, খাল ও ০৬টি সিমেন্ট পিলারসহ ৬০০ জন উপকারভোগীর বসতভিটা উঁচুকরণ করা হয়েছে। ভূমির উপরিভাগের মাটি পরিহার করে সবগুলো বসতভিটা উঁচুকরণ করা হয়েছে। উপকারভোগীরা উঁচুকৃত বসতভিটায় বৃক্ষরোপণ করেছে। বসতভিটা উঁচু করার জন্য পতিত জমি, খাল ও পুকুর থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয়েছে। কোন কৃষি-আবাদি জমি ব্যবহার করা হয়নি। বিগত ১৫ বছরের বন্যা সংঘটনের উচ্চতাকে আদর্শ বিবেচনা পূর্বক সকল বসতভিটা আরও ২ ফুট উচ্চতায় উঁচু করায় যে কোন ধরনের ধ্বংসাত্মক বন্যা হতে মুক্ত। চরাঞ্চলে উঁচুকৃত বসতভিটার আঙ্গিনায় সব্জী বাগান করা খুবই জনপ্রিয় আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড (আইজিএ)। সব্জী চাষ গরিব, দরিদ্র, অতিদরিদ্র পরিবারের খাবারের তালিকায় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সরবরাহ করে ও উপার্জনের সবচেয়ে বড় উৎস বটে। গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) উপকারভোগীর কাছে বিভিন্ন জাতের সব্জী বীজ সরবরাহ করেছে এবং উঁচু বসতভিটার ঢালে সব্জী বীজ বপনের জন্য উৎসাহিত করেছে। এখন উপকারভোগীরা তাদের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় যথেষ্ট সব্জী পাচ্ছেন ও তাদের নিজস্ব উৎপাদিত কৃষিপণ্য তথা সব্জী বাজারে বিক্রি করে উপার্জন করছেন।

বন্ধু-চুলা/উন্নত চুলাঃ

৪৮০ জন উপারভোগীর বাড়িতে পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা বসানো হয়েছে। এছাড়াও ১৩২ জন উপকারভোগীর বাড়িতে উন্নত চুলা বসানোর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সকল উপকারভোগী তাদের রান্নার কাজে চুলাগুলো ব্যবহার করছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষণ হতে রক্ষা করার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে রান্না করার লক্ষ্যে উন্নত চুলা স্থাপন করা আবশ্যক। পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা ব্যবহারের ফলে উপকারভোগীরা খড়-কুটা ও আগুন জ্বালানোর উপকরণের ব্যয়হ্রাস করতে পেরেছে। পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা ব্যবহারের ফলে ব্যবহারকারীর চোখে ধোয়া কম লাগে ও হাড়ি-পাতিল কম কালো হয়। এই চুলা ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যহানী হয় না, নিউমোনিয়া ও হাপানির মত শ্বাস-প্রদাহের রোগে আক্রান্ত হওয়ার মাত্রা কমেছে।

স্থানীয় সেবাদানকারীদের প্রশিক্ষণ (এলএসপি) ঃ

কর্ম এলাকার সিএসিপি দলভূক্ত লোকজনের জন্য স্থানীয় সেবাদান-কারীগণের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রশিক্ষন কর্মকান্ডকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে গৃহপালিত প্রাণি সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি ও মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। চরবাসী ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের জন্য আয়ের প্রধান উৎস হলো গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন। যখন কোন একটি পরিবারের গবাদি পশু

যে কোন অপ্রত্যাশিত রোগে মারা যায় ঐ ধাক্কা বা ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে না এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। উল্লেখিত বিষয় কাটিয়ে উঠার জন্য সিএসিপি প্রকল্পের মাধ্যমে ২১-২৩, জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ১৫ জন স্থানীয় সেবাদানকারীদের ০৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণসহ সংশিষ্ট যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে যেন তারা প্রান্তিক চাষীদের কার্যকরি ও উন্নত সেবা প্রদান করতে পারে। এই কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে স্থায়ী কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবাদি পশুর স্বাস্থ্য ক্যাম্পঃ

কর্ম এলাকায় পৃথক দুইটি ইউনিয়নে গবাদি পশুর পৃথক ০২টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন ডা. মোঃ সানোয়ার হোসেন, উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম। উক্ত ক্যাম্পে প্রায় ৫০০টি ছাগল-ভেড়া, গরু/মহিষের টিকা দেয়া হয়। বর্তমানে ঐ এলাকায় গবাদি পশুর রোগ-বালাইসহ মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে।

নলকূপ স্থাপন ও নলকূপের গোড়াপাকাকরণ ঃ

সিএসিপি প্রকল্প এলাকার লোকজন প্রতিবছর চরমভাবে বন্যায় আক্রান্ত হয়। মানুষের দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না। নলকূপ বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় মানুষ দূষিত পানি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার ও পান করে থাকে। এর ফলে মানুষ ডায়েরিয়া, কলেরা, চর্মরোগ, টাইফয়েড ও আমাশয় ইত্যাদি পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। ঐসব রোগ হতে মুক্ত থাকতে ও নিরাপদ বিশুদ্ধ পানি পান করার জন্য উপ-প্রকল্প "সিএসিপি" কর্তৃক উপকারভোগী পর্যায়ে সমাজভিত্তিক ৫০টি গোড়াপাকাকরণসহ নলকূপ স্থাপন ও যে সকল সদস্যের নলকূপ আছে এইরূপ ৫৫টি নলকূপের গোড়াপাকাকরণ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এসব কার্যক্রম বন্যামুক্ত ও উঁচুকৃত বসতভিটায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র সংস্কারঃ

কর্ম এলাকায় মোট ০৩টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র সংস্কার করা হয়েছে। সবক'টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ভূমির উপরিভাগের মাটিকে পরিহার করে উঁচুকরণ করা হয়েছে। বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র উঁচুকরণ করার জন্য কৃষি জমি তথা আবাদি জমিকে পরিহার করে পতিত জমি, খাল ও পুকুর হতে মাটি সংগ্রহ করে উঁচুকরণের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। বিগত ১৫ বছরের সর্বোচ্চ বন্যার উচ্চতা বিবেচনা পূর্বক সবগুলো আশ্রয় কেন্দ্র আরও ০২ ফিট বেশি উচ্চতা ধরে উঁচুকরণ করা হচ্ছে। তাই আশ্রয় কেন্দ্রগুলো যে কোন ভয়াবহ বন্যা মুক্ত। বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র উঁচু করায় এখন এলাকার লোকজন তথা প্রকল্পের লক্ষ্যভূক্ত ১০০% পরিবারের স্থানান্তরযোগ্য সম্পদের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হবে না। কমপক্ষে ৮০% খানা ২০০৪ সালের মত যে কোন ভয়াবহ বন্যা মুক্ত থাকবে। বন্যার সময় কমিউনিটির লোকজন তাদের স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ খুব সহজে নিরাপদে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর করতে পারবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ মেরামত করা হয় যা জলবায়ুজনিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সামর্থ বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকায়নের উন্নয়ন ঘটাবে।

ক্রয় নীতমালা ঃ

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) সিসিসিপি প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করছে। গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) প্রয়োজনীয় উপকরণ/মালামাল ক্রয়ে সিসিসিপি সরবরাহকৃত ক্রয় নীতিমালা এবং সংস্থার আদর্শিক বিধি অনুসরণ করছে, যার উদ্দেশ্য হলো কেনাকাটার সকল বিষয় সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। প্রকল্পের মালামাল ক্রয়ে সিসিসিপির অপারেশন ম্যানুয়ালের DPM (সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি) এবং RFQM (দরপত্র আহবান পদ্ধতি) উভয়ই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো ঃ

সংস্থা যে কোন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের আগে নির্ধারিত ফরম অনুসরণে (পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো) কাজটির পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ করে থাকে। সিসিসিপি-এর অধীনে উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমকে পরিবেশ বান্ধব করার লক্ষ্যে তিনটি অতি গুরুত্ব বিষয় সম্বলিত একটি "পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো" প্রস্তুত করা হয়েছে, যা পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও ত্রৈ-মাসিক পরিবেশগত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সমন্বয়ে তৈরি। কার্যক্রম বাস্তবায়নের শুরুতেই পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণে নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রক্কালে এলাকা নির্বাচন করার পরই পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়ে থাকে। গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) নির্বাচিত এলাকার একটি বাহ্যিক, জৈবিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরি করে। ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে পিএমইউ কর্তৃক তৈরিকৃত পরিবেশগত নিরীক্ষা ফরম অনুসরণে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ঃ

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সিসিসিপির একটি "সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো" রয়েছে যার সাহায্যে বাস্তবায়িত কর্মকান্ডসমূহের সামাজিক বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলার জন্য অভিযোজন কৌশল বিষয়ে প্রস্তাবনা তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। 'জিইউকে' সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুসরণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজনযোগ্য কাজসমূহ নির্বাচন নিশ্চিত করেছে। "সামজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো" অনুসরনে সমাজের দরিদ্র বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিপদাপন্নতার বিষয়সমূহ'র যথাযথ বিশ্লেষন ও পর্যালোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সমাজের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় ও অংশগ্রহণে সংস্থা প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এ পর্যন্ত সংস্থা ১৬০টি দলীয় সভা আয়োজন ও পরিচালনা করেছে, যেখানে কোন অভিযোগ নেই। এছাড়াও, সংস্থা লক্ষিত জনগোষ্ঠি নির্বাচন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অভিযোজনযোগ্য কার্য নির্বাচনে এলাকার নারী ও পুরুষ উভয়ের সাথে আলোচনা করেছে। সিসিসিপি এর প্রকল্প বযবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম অনুসরণে ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অভিযোগ পরিচালনা কৌশলঃ

অভিযোগ পরিচালনা কৌশলটি পিকেএসএফ-এর সিসিসিপি কর্তৃক অনুমোদিত উপ-প্রকল্পসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অভিযোগ পরিচালনা প্রক্রিয়া। সুষ্ঠভাবে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এই অভিযোগ পরিচালনা কৌশলটির মূল উপাদানসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কৌশলপত্রটি সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬ এর ধারা ২৯ ও ৩০ এবং সরকারি ক্রয় নীতিমালা ২০০৬-এর অনুচ্ছেদ ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯ এবং ৬০-এর শর্তাবলী পূরণ করে।

অভিযোগ সংশোধন কৌশলঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের যে কোন পর্যায়ে উত্থাপিত অভিযোগ যথাযথভাবে "সংক্ষুব্ধতা ব্যবস্থাপনা কৌশল"-এর মাধ্যমে সমাধান করা হবে, যেন পরিবেশ এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোসহ সকল ধরনের অভিযোগের মাধ্যমে সমাধা করা যায়। এনজিওসমূহ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকর্তা সকল অভিযোগ নিবন্ধন খাতায় তালিকাভুক্ত করেন এবং তা সংরক্ষণ করেন। উপ-প্রকল্প পর্যায়ে প্রকল্প এলাকার চারটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ মজিবুর রহমান ও মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া অথবা তাদের প্রতিনিধিগণ স্থানীয়ভাবে প্রতিনিধিত্ব করবেন। 'জিইউকে'র প্রকল্প কর্মকর্তা নিয়তি রানী এই উপ-প্রকল্পের ব্যবস্থাপকের পক্ষে "সংক্ষুব্ধতা ব্যবস্থাপনা কৌশল"-এর প্রতিনিধিত্ব করবেন।

প্রকল্পের স্থিতিশীলতা ঃ

"ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাকে সমুন্নত রেখে বর্তমানের প্রয়োজন মিটানোই স্থিতিশীল উন্নয়ন।" কুড়িগ্রাম জেলার বন্যাকবলিত এলাকাসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে আবহাওয়ার ধরণ পরিবর্তন হয়ে বন্যার পানি প্রবেশ করে এবং আশংকা করা হয় যে ইহা দীর্ঘস্থায়ী হবে। সিসিসিপি এ বিষয়ে কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর ও রৌমারী উপজেলায় কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে করে ঐ এলাকার ক্ষুদ্র-কৃষকগণ জলবায়ু পরবর্তনের ফলে বন্যার দীর্ঘ সময়ের অবস্থানে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনে যাতে করে তারা নিজেদের অসহায়ত্ব হ্রাসে কাজ করতে পারেন এ লক্ষ্যে কার্যক্রম বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পটি চারটি ইউনিয়নের লোকজনদের নিয়ে যৌথভাবে ও সামাজিক কৌশলগত প্রক্রিয়ায় কাজ করছে। সকল দলের সদস্যগণ দলীয় সভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মতামত ও পরামর্শ প্রদান করছেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদেরকে নিয়ে অবিরতভাবে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে তাদের দলভিত্তিক কার্যাদি সম্পন্ন করছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার পরেও তারা পূর্বের ন্যায় চলতে থাকবে।

সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অভিযোজন কার্যক্রমঃ

১. দল বা কমিউনিটিভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও উপশম কার্যক্রমে ইউনিয়ান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে শক্তিশালী করা।
২. জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল শস্য/শাক-শব্জী চাষাবাদ ও বৃক্ষরোপণ এবং বাজার ব্যবস্থাপনা মাথায় রেখে শস্য বহুমুখীকরণ।
৩. জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে যুব সমাজ ও কমিউনিটির জ্ঞান-দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৪. ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে জলবায়ু সহনশীল আশ্রয়কেন্দ্র/আশ্রয় স্থল নিশ্চিত করা।
৫. জলবায়ু পরিবর্তন তথ্যের জন্য স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করা।
৬. চরাঞ্চলে সৌরশক্তি ব্যবহার চালু করা।
৭. সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য অধিক পরামর্শমূলক কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়া।
৮. প্রান্তিক চাষীদের জন্য বীজভান্ডার ও ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।
৯. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করা।
১০. বিল বোর্ড, প্রচার পত্র, সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সঞ্চয় সংগ্রহ করা।
১১. উপকারভোগীর মাঝে গৃহপালিত প্রাণি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা।
১২. রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ও মেরামত।

যোগাযোগের তথ্যঃ

এম. আবদুস সালাম
নির্বাহী প্রধান
যোগাযোগ নম্বরঃ ০১৭১৩-২০০৩৭১
উপ-প্রকল্প অফিসের ঠিকানাঃ ডাকঘরঃ রাজিবপুর, ইউনিয়নঃ রাজিবপুর, উপজেলাঃ রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।
ইমেইলঃ info@gukbd.net, ওয়েবসাইটঃ www.gukbd.net